পঞ্চম সংশোধনী মামলায় আপিল বিভাগের রায় প্রকাশ

হয়েছে। তবে ওই সময়ে বিভিন্ন সরকারের জনস্বার্থে ও জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বহাল থাকার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সুপ্রিম কোর্ট। সামরিক শাসন ও অবৈধ পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকে কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে। একই সাথে অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীকে কঠোর শাস্তির বিধানের পক্ষেও অভিমত দেয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর্যবেক্ষণে। এতে অসাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বিষয়টিকে চিরতরে বিদায় জানানোর কথাও উল্লেখ করা হয়।

হাইকোর্টের রায়ে মূল সংবিধানের প্রস্তাবনা পুনঃস্থাপনের কথা বলা হয়েছে। মূল সংবিধানে প্রস্তাবনার ওপরে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে)' বাক্যটি ছিল না। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে তা সংযোজন হয়। এই বাক্যটি প্রস্তাবনার অংশ বিবেচনা করা হয়েছে কি না হাইকোর্টের রায় থেকে তা স্পষ্ট নয়। আপিল বিভাগও রায়ে তা উল্লেখ করেননি।

নাগরিকত্ব সম্পর্কিত সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদ পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে 'বাঙালী'র পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' করা হয়েছিল। হাইকোর্টের রায়ে তা বাতিল করা হয়েছিল। আপিল বিভাগ তা সংশোধন করে 'বাংলাদেশী' শব্দটি বহাল রাখার পক্ষে অভিমত রেখেছেন। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে 'রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবেন' বাক্যটি সংযোজন করা হয়। হাইকোর্ট তা বাতিল করে যে রায় দিয়েছেন, আপিল বিভাগ তা বহাল রেখেছেন।

এ ছাড়া আপিল বিভাগের রায়ের ফলে সংবিধানের ৩৮ ও ১৪২ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বাহাত্তরের মূল সংবিধানে ফিরে যেতে হবে। মূল সংবিধানের ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদে সংগঠনের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বর্ণিত ছিল, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার কোনো ব্যক্তির থাকিবে না।' পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এই বাক্যগুলো বিলুপ্ত হয়। আপিল বিভাগের রায়ে তা পুনর্বহালের কথা বলা হয়। এই অনুচ্ছেদের বলে বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত ধর্মভিত্তিক দল গঠন নিষিদ্ধ ছিল।

সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত। পঞ্চম সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের ৮, ৪৮, ৫৬, ৫৮, ৮০ বা ৯২ ক অনুচ্ছেদ সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের বিধান সংযোজন করা হয়। এ প্রসঙ্গে হাইকোর্টের রায়ে মূল সংবিধানে ফিরে যাওয়ার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আপিল বিভাগ তা বহাল রেখেছেন। এর ফলে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে আর গণভোটের প্রয়োজন হবে না।

সামরিক শাসনকে বৈধতা দেয়া যাবে নাঃ রায়ে আপিল বিভাগ বলেছেন, আমাদের অভিমত হচ্ছে যে, সংবিধানের প্রস্তাবনা ও সাত অনুচ্ছেদের চেতনা হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামরিক শাসন থেকে দূরে থাকা। এটা পরিষ্কার করা প্রয়োজন অতীতে সামরিক শাসনকে ভুলভাবে জাস্টিফাই করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কোন নীতি বা ডকট্রিনের ভিত্তিতে একে জাস্টিফাই করা যাবে না। সামরিক শাসন জাতির মর্যাদা, গৌরবের বিরোধী যা মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে। এটা বাংলাদেশের জনগণের মর্যাদা ও গৌরবের বিরোধী। যারা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সামরিক শাসন সশ্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের মর্যাদার বিরোধী, যারা বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস স্থাপন ও সংবিধান সংরক্ষণের শপথ নিয়েছেন।

হাইকোর্টের মার্জনার অধিকারঃ আপিল বিভাগের রায়ে বলা হয়েছে, 'নির্বাহী ক্ষমতা' ব্যবহার করে হাইকোর্ট কোনো কিছু মার্জনা করতে পারে কি না সে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এটা এখন আইনের সুরাহা হয়ে যাওয়া (সেটল) বিধান যে, বিশৃঙ্খলা পরিহার ও ধারাবাহিকতা রক্ষায় আদালত প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে পারেন। এতে কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। এ ধরনের বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগের নিদর্শন আমরা অষ্টম সংশোধনী মামলার রায়েও দেখতে পাই। জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের কথা বিবেচনা করে আমরা প্রতিস্থাপিত ছয় অনুচ্ছেদ মার্জনা করলাম। ১৫০ অনুচ্ছেদের ব্যাপারে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ বাতিল ঘোষণা করা হলো।

রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, এটা দেখা যাচ্ছে সংবিধানের তৃতীয় ভাগে একে একে অনেকগুলো মৌলিক অধিকারের কথা বলা আছে। সংবিধানপ্রণেতারা সেখানে এ ব্যবস্থা রেখেছেন যে, মৌলিক অধিকার কার্যকরে সুপ্রিম কোর্টে আসতে পারাটাও মৌলিক অধিকার। কিন্তু চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয়, এ ভাগে বর্ণিত অধিকার বলবৎ করতে সংসদ আইনের দ্বারা একটা সাংবিধানিক আদালত, ট্রাইবুনাল বা কমিশন স্থাপন করতে পারবে।

পঞ্চম সংশোধনীতে মূল সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদ (মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ) পুনঃস্থাপন করা হয়। এর ফলে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকার কার্যকরে বাংলাদেশের নাগরিকরা হাইকোর্টে আবেদন করতে পারেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই আইনের শাসন, জনগণের কল্যাণ ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির স্বার্থেই এটা করা হয়েছে।

রমজানে ইসরাইলী খাজুরসহ সবধরনের পণ্য বয়কটের আহ্বান

প্রদান করা হয় না।

সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানান ফ্রেন্ড অব আর আকসার হেড অব পাবলিক এফেয়ার্স সামিউল জোয়ার্দার। এসময় এই ক্যাম্পেইনের অন্যতম সমর্থক চ্যানেল এস-এর চ্যারেটি ডিপার্টমেন্টের প্রধান টিভি উপস্থাপক ব্যারিষ্টার রেদওয়ান হোসেইন উপস্থিত চিলেন। সংবাদ সম্মেলনে সামিউল জোয়ার্দার বলেন, পবিত্র রমজানে ইউরোপে মিলিয়নেরও বেশী মুসলমান খাজুর দিয়েই তাদের রোজা ভঙ্গ করে থাকেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই হয়তো জানেনা এসব খাজুর কোথা থেকে আসছে। ক্রয়ের সময় অনেকেই লেভেল দেখেন না। এসব খাজুর আসছে প্যালেস্টাইনের মুসলমানদেরকে উৎখাত করে অবৈধভাবে দখল করে নেয়া ইসরাইলের বিভিন্ন ভূখন্ড থেকে। তাই খাজুর ক্রয়ের সময় ভালোভাবে লেভেল চেক করতে হবে। দেখতে হবে কোথাও ইসরাইল, ওয়েষ্ট ব্যাংক কিংবা জর্ডান ভ্যালী নামে লেভেল লাগানো আছে কি-না। তিনি বলেন, গত বছর এ ক্যাম্পেইন চালু হয়েছে। ব্রিটেনের মুসলমানরা গত বছর এই ক্যাম্পেইনে ভালো সাড়া দিয়েছেন। এবার আগের চেয়ে আরো বেশী সাড়া দেবেন বলে আমরা আশাবাদী। তিনি বলেন, আমরা পাইকারী, খুচরা বিক্রেতা এবং ভোক্তা সকলকেই ইসরাইলী খাজুর বয়কট করার ব্যাপারে আহ্বান জানিয়ে আসছি। তবে ভোক্তাদের কাছে আমাদের আকুল আবেদন- আপনারা বয়কট করলেই সবকিছু সহজ হয়ে যায়। কারণ আপনারা না কিনলে পাইকারী হোক কিংবা খুচরা বিক্রেতা হোক- কেউই ইসরাইলী খাজুর ব্যবসার আর সুযোগ পাবে না। কারণ ক্রেতা না থাকলে বিক্রি করবে। সংবাদ সম্মেলনে সামিউল জোয়ার্দার শুক্রবারে জুমম্বআর খুতবায় ইসরাইলী খাজুর বয়কট করার আহ্বান জানাতে মসজিদ কর্তৃপক্ষ ও ইমাম সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আজ থেকে আমাদেরকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে শুধু খাজুর কেন ইসরাইলী কোনো পণ্য ব্যবহার করবো না। সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে ব্যারিষ্টার রেজওয়ান হোসেন বলেন, ইসরাইল থেকে আমদানীকৃত এসব খাজুর উৎপাদনে প্যালেস্টাইনরা কাজ করেন। ব্রিটেন বয়কট করলে প্যালেস্টাইনের এসব কর্মী বেকার হয়ে পড়বে- এটা ঠিক। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে এটা তাদের জন্য বালো হবে। কারণ কাজের নামে তাদেরকে গাঁধার মতো খাটানো হচ্ছে। ন্যুনতম পারিশ্রমিকতো দেয়া হচ্ছে না; উপরন্তু নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, অনেকেই বলেন একজন খাজুর বয়কট করলে কী লাভ হবে। এটা কোনো যুক্তি নয়। এভাবে একজন-একজন করে বয়কট করলে ১ হাজার জন হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, ফ্রেন্ডস অব আল আকসা চেক দ্য লেভেল বয়কট ইসরাইলী ডেটস- শিরোনামে এই ক্যাম্পেইন চালু করেছে। প্যালেস্টাইন সলিডারিটি ক্যাম্পেইন সহ বিপুল সংখ্যক সংগঠন এ ক্যাম্পেইনের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেছে।

ধূমপানের অভ্যাস পরিত্যাগ করায় এনএইচএস টাওয়ার হ্যামলেটস্ শীর্ষে

৭০০ ধূমপায়ীকে তাদের এই অভ্যাস পরিত্যাগে সাহায্য করায় এক নম্বর হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে এনএইচএস টাওয়ার হ্যামলেটস্।

এনএইচএস লন্ডনের গবেষনামূলক উপাত্তে এই তথ্য তুলে ধরা হয়। টোব্যোকো কন্ট্রোল এ্যালায়েনএসর নীতিমালার ফলে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পাওয়ায় টাওয়ার হ্যামলেটস্ বরার বাসিন্দাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও সুস্থ্যতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ধূমপান ও তামাক জাতীয় পণ্য সেবনের মাত্রা কমিয়ে আনতে তিনটি দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ চালু রয়েছে। এগুলো হচ্ছে প্রতিরোধ, যারা অভ্যাস পরিত্যাগে আগ্রহী, তাদের সহায়তা প্রদান এবং ধূমপান মুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন।

এনএইচএস টাওয়ার হ্যামলেটসের টোব্যোকো কন্ট্রোলের উর্ধতন কর্মকর্তা, জিল গোডার্ড বলেন, টাওয়ার হ্যামলেটসে ধূমপায়ী ও তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা অন্যান্য এলাকার তুলনায় অনেক বেশি, যা আমাদের কমিউনিটির সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের ধূমপানের অভ্যাস পরিত্যাগে উদ্বুদ্ধ করতে ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে আমাদের রয়েছে বিপুল সংখ্যক নিবেদিত প্রাণ কর্মী। তাই এই ক্ষেত্রে গোটা লন্ডনের মধ্যে আমরা শীর্ষ স্থানে যেতে পেরে খুবই আনন্দিত।

সারা দেশের মধ্যে টাওয়ার হ্যামলেটসে ধূমপায়ীর হার খুব বেশি। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে এই বরার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৭ ভাগ (৭০ হাজার) লোক ধূমপান করে থাকেন, পক্ষান্তরে সারা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এই হার হচ্ছে ২৭ শতাংশ।

টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল এবং এনএইচএস টাওয়ার হ্যামলেটস্-এর জয়েন্ট ডিরেক্টর অব পাবলিক হেলথ, ইয়ান বাসনেট বলেন, সম্মিলিতভাবে কঠোর পরিশ্রম করার ফলেই ধূমপানের অভ্যাস পরিত্যাগের ক্ষেত্রে গোটা লন্ডনের মধ্যে সর্বোচ্চ গড় হার অর্জন করে শীর্ষস্থানে আরোহন সম্ভব হয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের স্বাস্থ্য বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর র‍্যাসেল স্যান্ডার্স বলেন, কাউন্সিল এবং এনএইচএস-এর মাধ্যমে ধূমপানের অভ্যাস পরিত্যাগে যেসকল সহায়তামূলক সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে, তা গ্রহণ করে ধূমপায়ীরা এই অভ্যাস থেকে মুক্তি লাভে উদ্যোগে হবেন বলে আমরা আশাবাদি।

যুদ্ধাপরাধের বিচারে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই- আইন মন্ত্রী

বলে অভিহিত করেন আইনমন্ত্রী।

বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির মনজুরুল আহসান খানের সভাপতিত্বে পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু, বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান, গণফোরাম নেতা পংকজ ভট্টাচার্য, সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের সমন্বয়ক সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল এম হারুন-অর-রশিদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম।

আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার ইন্তেকাল

মান্নান ভূঁইয়ার মৃত্যুর খবর শুনে তার সহকর্মী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা স্কয়ার হাসপাতালে ছুটে যান।

সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় গতকাল বেলা সোয়া ১১টায় প্রথম এবং বাদ জোহর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জানাজা শেষে সেখানে প্রবীণ এই রাজনীতিকের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। জানাজা শেষে সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও স্পিকার আব্দুল হামিদের পক্ষে চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ কফিনে ফুল দিয়ে মরহুমকে শ্রদ্ধা জানান। এরপর একে একে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা মান্নান ভূঁইয়াকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

তথ্যমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ, শ্রম ও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ, সাবের হোসেন চৌধুরী, ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন, বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, তরিকুল ইসলাম, এম কে আনোয়ার, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, মঞ্জুর কাদের, এম এম শাহীন, জাসদের আ স ম আবদুর রব, জাতীয় পার্টির মোস্তফা জামাল হায়দার, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) শফিউল আলম প্রধান, সাবেক প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির, আনোয়ারুল কবীর তালুকদার, সাবেক সচিব এম এ হাকিম, সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ড সাদ'ত হুসেনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, সংসদ সদস্য, সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানাজায় অংশ নেন।

এর পর দুপুর ১২টার দিকে বায়তুল মোকাররমে পৌঁছায় মান্নান ভূঁইয়ার কফিন। সেখানে বাদ জোহর মরহুমের দ্বিতীয় জানাজায় বিপুলসংখ্যক মানুষ শরিক হন। এতে সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস, এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, নজরুল ইসলাম খান, সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী, আমিনুল হক, শামসুজ্জামান দুদু, আওয়ামী লীগের আবদুল মতিন খসরু, সিপিবি'র সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান খান, সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ইসলামী ঐক্যজোটের মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহউদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি সদরুল আমিনসহ বিভিন্ন দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা অংশ নেন। নেতারা মরহুমের কফিনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

জানাজা শেষে বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন বলেন, 'তিনি সবার উর্ধ্বে চলে গেছেন। ইতিহাস ও দেশের মানুষই তার রাজনৈতিক অবদানের মূল্যায়ন করবে।'

মেয়র নির্বাচনে লেবার দলের চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা শনিবার

হ্যামলেটস কাউন্সিলের প্রথম এক্সিকিউটিভ মেয়র পদের নির্বাচনে লেবার পার্টির প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য দলের শর্টলিষ্ট শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়েছে ২৬জুলাই সোমবার। বর্তমানে শর্টলিষ্টে থেকে প্রচারনা চালাচ্ছেন কাউন্সিল লিডার হেলাল আব্বাস, জিএলএ মেম্বার জন বিগস, সাবেক লিডার মাইকেল কীথ, কাউন্সিলার সিরিয়া খাতুন ও রজনা মতুর্জা। শর্ট লিষ্টে থাকা হেলাল আব্বাস, জন বিগস ও রসনা মতুর্জা ইতিমধ্যে বাংলা মিডিয়ায় সাংবাদ সম্মেলনে করে নিজেদের যোগ্য প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরেছেন। বলেছেন টাওয়ার হ্যামলেটস বাসীর জন্য কে কি করবেন। বাংলা মিডিয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছেন সাবেক কাউন্সিল লিডার মাইকেল কীথ।

এদিকে শেষ পর্যন্ত কে হচ্ছেন লেবার পার্টি মেয়র প্রার্থী। এনিয়ে কমিউনিটিতে চলছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। অভিজ্ঞমহল মনে করছেন হেভিওয়েট প্রার্থী কাউন্সিলর লুৎফুর রহমান বাদ পড়ায় এখন অনেকটাই এগিয়ে গেছেন বর্তমান কাউন্সিল লিডার হেলাল আব্বাস। এখন প্রয়োজন বাঙালী ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা এবং সঠিক যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচন করা। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকায় হেলাল আব্বাস এর সাথে দৌড়ে আছে জন বিগস ও মাইকেল কীথ।

লেবার পার্টির সদস্যদের হেলাল আব্বাস ঃ কাউন্সিলার হেলাল আব্বাস পার্টির সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেছেন ব্রিটেনের সবচেয়ে দরিদ্র ও বঞ্চিত বরা টাওয়ার হ্যামলেটসের জনগনের মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা বড় ধরনের একটা চ্যালেঞ্জ এবং আমি লিডার হিসেবে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এই চ্যালেঞ্চ মোকাবেলা করায় পরপর চার বার লিডার নির্বাচিত হই। তিনি বলেছেন, আমি টাওয়ার হ্যামলেটসকে লন্ডনের সবচেয়ে সুসংহত ও পরিকল্পিত বারা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই এবং বারার মধ্যে একটি যোগ্যতা সম্পন্ন নেতৃত্ব উপহার দিতে চাই, যেটি টাওয়ার হ্যামলেটসবাসীর আজীবন প্রত্যাশা।

মেয়র হিসেবে কমিউনিটির সেবা করতে চাই- রজনা মর্তুজা

লেবার পার্টির তরুন প্রতিশ্রুতিশীল নেত্রী এবং মেয়র প্রার্থী প্রত্যাশী রজনা মতুর্জা বলেছেন, বর্তমান সময়ে এটিই হচ্ছে সর্বোত্তম সুযোগ, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের নেতৃত্বের পরিবর্তনের পাশাপাশি একটি শক্তিশালী লেবার রাজনৈতিক প্লাটফর্ম গড়ে তুলতে পারি। আর এমন একটি পরিকল্পিত উদ্যোগের মাধ্যমেই স্থানীয় জনসাধারনের প্রত্যাশাপুরন করা সম্ভব পর হবে। তিনি বলেন, আমার ব্যক্তিগত জীবনে রয়েছে পাবলিগ সেক্টরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার অভিজ্ঞতা। আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পাশাপাশি বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে টাওয়ার হ্যামলেসের উন্নয়নে গুরুত্বপূণবহ ভূমিকা রাখতে পারবো।

আমি ইষ্ট এন্ডের মানুষের বন্ধু- মাইকেল কিথ

ইষ্ট এন্ডের মানুষের প্রকৃত হিসেবে হিসেবে নিজেকে তুলে ধরে টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের সাবেক লিডার মাইকেল কিথ বলেছেন, দীর্ঘদিন নেতৃত্বে থাকার কারনে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন করেছি। বারার শিক্ষা, স্যোসাল সার্ভিস, চিল্ড্রেন সার্ভিসে উল্লেখ্যযোগ্য উন্নয়ন করেছিলাম। বাঙালি অধ্যষিত টাওয়ার হ্যামলেটসে অসংখ্য মসজিদের উন্নয়ন, শহীদ মিনার স্থাপন, ইষ্ট লন্ডন মসজিদের বর্তমান সম্প্রসারনে অনেক অবদান রেখেছি। তিনি সকলের সহযোগীতা কামনা করেছেন। আমি বাঙালি কমিউনিটির জন্য বহুকাজ করেছি- জনবিগস

লেবার পার্টির শর্ট লিষ্টে থাকা জনবিগস গত মঙ্গলবার বাংলা মিডিয়ার সাথে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, আমি দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত বাঙালি কমিউনিটির জন্য বহুকাজ আসছি। তিনি বলেন, আমি মেয়র নির্বাচিত হলে কাউন্সিলারদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবো এবং একটি কার্যক্রম প্রশান গড়ে তুলবো।

হাউজ অব লর্ডসে বাংলাদেশ পরিস্থিতির উপর আয়োজিত এক সেমিনারে উদ্বেগ প্রকাশ

বৃটিশ পার্লামেন্ট ও সরকারকে সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন। গত ২৭ জুলাই মঙ্গলবার হাউজ অব লর্ডসে বাংলাদেশ পরিস্থিতির উপর আয়োজিত এক সেমিনারে তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। সেমিনারের সভাপতি লর্ড আহমেদ বলেন, বাংলাদেশে ২০০৭ সালে ১/১১ এর পর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার মৌলিক ও মানবাধিকার লংঘনের জন্য এই লর্ড সভায় এসে কেঁদে ছিলেন, আজ তার হাতেই বাংলাদেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও বাকস্বাধীনতা অবদমিত হচ্ছে। এটা ভাবতেই কষ্ট হয়। বাংলাদেশ সেন্টার ফর সোশ্যাল ডেভোলাপমেন্ট এর উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে সংগঠনের সভাপতি মহিদুর রহমান স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। সেমিনারে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন ব্যারিষ্টার আলী মোহাম্মদ আজহার। সেমিনারে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেস্টা সাবেক মন্ত্রী আব্দুল মান্নান, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি শওকত মাহমুদ, বিএনপির মানবাধিকার বিষয়ক উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার নাসির উদ্দীন অসীম। সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন ব্যারিষ্টার জন ডি ক্লিফোর্ড, ব্যারিষ্টার জনাথস মোল, ব্যারিষ্টার নজরুল ইসলাম, ব্যারিষ্টার আবু বকর সিদ্দিকী, ব্যারিষ্টার শাকিল আজহার, ব্যারিষ্টার রুবিনা আজহার প্রমুখ। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন এশিয়ান কাউন্সিল ফর হিউম্যান রাইটস এর সেক্রেটারী জেনারেল এম এ মালেক, জি-নাইন বাংলাদেশের সহ সভাপতি মেজর (অবঃ) সৈয়দ আবু বকর সিদ্দিক, ব্যারিষ্টার ফখরুল ইসলাম, মানবাধিকার কর্মী মোঃ লুৎফুর প্রমুখ। সেমিনারে লর্ড নজীর আহমেদ বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে গণতন্ত্রের দুরাবস্থার ব্যাপারে বৃটিশ সরকারকে আরও সচেতন করে তুলবেন। মানবাধিকার সঙরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত স্যার আইভান লরেন্স বলেন, আমি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য গভীরবাবে উদ্বিগ্ন। বৃটিশ পার্লামেন্টের সকল সদস্যকে এ ব্যাপারে তিনি সক্রিয় করবেন বলে সেমিনারে উল্লেখ করেন।

আপনি কি ঋণ সমস্যায় খুবই চিন্তিত?

৬০ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৫% পর্যন্ত Credit card ও Unsecured Loan মাফ করিয়ে নিজেই ঋণ থেকে আজীবন মুক্তি পেতে পারেন।

An IVA (Individual Voluntary Arrangement) is a Government approved Scheme
Created to help people with unmarragable debt of over £15,000

BEFORE
• Original Debt Owed £66,189
• Monthly Repayment was £1250
• Total Debt owed £59090
• Monthly Repayment £995

IVA Agreement

AFTER
• Total Repayment £11702
• Write off £54487 (82%)
• Total Repayment £15363
• Monthly Repayment £385
• Write off amount 74%

ফ্রি পরামর্শের জন্য আজই যোগাযোগ করুন ঃ
Call us today- your initial consultation is free

gbr Consultency
M: 07951 243 059 Tel: 020 35011702 Fax: 020 84705634
92 High Road, Plaistow, London, E13 0AJ. E-mail: abc.13@live.co.uk